দৌড়াও আল্লাহর দিকে

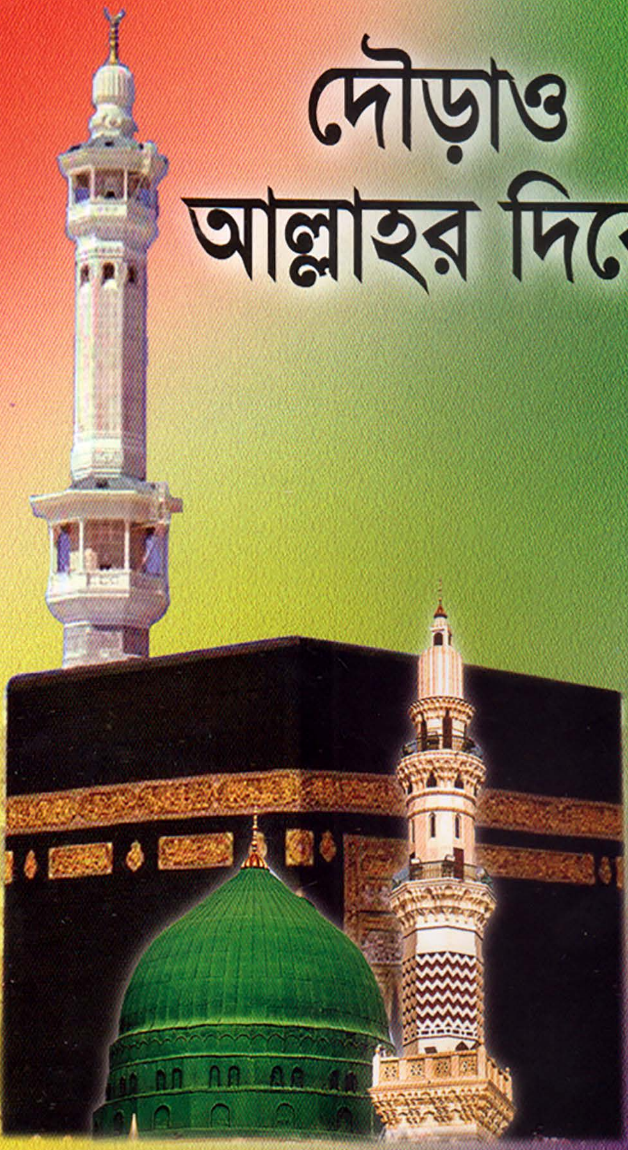

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

দৌড়াও আল্লাহ্‌র দিকে

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এমপি

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
❑ বাংলাবাজার ❑ মগবাজার ❑ কাঁটাবন

www.nagorikpathagar.org

দৌড়াও আল্লাহর দিকে

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকাশনায় : **আল ইসলাহ প্রকাশনী**

গ্রন্থস্বত্ব : **লেখক**

অনলাইন পরিবেশক :
ahsanpublication.com
ahsan.com.bd

পরিবেশনায় :

- **আহসান পাবলিকেশন,** মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
  মোবা: ০১৮৬৬-৬৭৯১১০, ০১৬২৮-৬০৭০১৮
- **মক্কা পাবলিকেশন্স,** ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
- **র‍্যাকস্ পাবলিকেশন্স,** দোকান নং-৪, বায়তুল মোকাররম বই মার্কেট, ঢাকা-১০০০।
- **আহসান পাবলিকেশন,** কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস।
- **প্রফেসরস পাবলিকেশন্স,** বাংলাবাজার, ঢাকা।
- **প্রফেসরস বুক কর্ণার,** মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
- **কাজী লাইব্রেরী,** মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
- **ফাহিম বুক ডিপো,** ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ : **জুলাই - ২০০৩**

১২তম প্রকাশ : অক্টোবর-২০২১

কম্পোজ ও মুদ্রণ : **র‍্যাক্স কম্পিউটার**
১৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭, ফোন : ০২-৪৮৩১৯২১৯

প্রচ্ছদ : **এম. এ আকাশ**

নির্ধারিত মূল্য : **ত্রিশ টাকা মাত্র।**

Dourao Allahr Dike Written by Professor Mujibur Rahman, Published by Ahsan Publication, 193, Moghbazar, Dhaka-1217, First Edition- 2003, 11th Edition - November-2020.

Fixed Price : 30 (Thirty) Taka only.

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অশেষ মেহেরবানীতে "দৌড়াও আল্লাহর দিকে" বইটির লেখক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাবেক এমপি আমার প্রাণ প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মুজিবুর রহমান অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের অনেক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে শুধু এমনি ছেড়ে দেননি। সাথে সাথে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য বিধান হিসাবে মহাগ্রন্থ আলকুরআন নাযিল করেছেন। কোন পথে চললে কল্যাণ হবে, আর কোন পথে চললে অকল্যাণ হবে সবই সন্নিবেশিত করে রেখেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। কিন্তু আমরা মানুষ, মানবিক দুর্বলতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। আর এ দুর্বলতার কারণে আমরা ঐ কুরআনের বাণী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত সেই পথকে ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তির নেশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু এটা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা পরকালীন জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন মাত্র কয়েক সেকেন্ড, আর সেই কয়েক সেকেন্ড আরাম আয়েশের জন্যে আমরা মরিয়া হয়ে লেগে যাই। হারাম-হালালের বাছ বিচার করিনা। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশিত দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে যাই। সেই সমস্ত দায় দায়িত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা এবং অচেতন লোকদের সচেতন ও সচেতন লোকদের আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রখ্যাত লেখক অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বইটিতে কুরআন-হাদীস এবং বিভিন্ন যুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরেছেন।

বইটির মুদ্রণের পূর্বেই পান্ডুলিপিটি পড়ে আমি বই খানার প্রকাশক হওয়ার লোভ ছাড়তে পারিনি। কারণ মানুষ হিসেবে আমার অনেক দোষ-ত্রুটি রয়েছে। যদি এ পুস্তিকাটি পড়ে সচেতন পাঠক-পাঠিকা আল্লাহর দিকে দৌড়ানোর গতি বাড়িয়ে দেন এবং অচেতন লোকেরা দৌড়াতে শুরু করেন তা'হলে আমিও সওয়াবের ভাগী হতে পারবো, এ আশায় বইখানা প্রকাশ করলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লেখককে আরো নতুন নতুন বিষয় লিখতে শক্তি ও সময় বাড়িয়ে দিন। আমীন।

বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে মুদ্রণগত ত্রুটিসহ কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে এবং তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন॥

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

ভূমিকা	৭
প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও	৯
দৌড়ানোর অর্থ	১১
মানুষ দৌড়ায় ৩টি কারণে	১১
বাপ-দাদার পথে নয়	১২
আল্লাহর দিকে দৌড়াতে হবে তিনটি কারণেই	১২
বড় আযাবের আগে ছোট আযাব	১৩
সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে	১৪
আল্লাহর ডাক	১৬
পাঁচটি প্রশ্ন	১৭
নামাজ শেষে দৌড়	১৮
পানির কাছে পৌছার আগেই তায়াম্মুম	১৮
দুনিয়ার জীবন কত দিনের	১৯
দুনিয়ার জীবন একটা খেলা	২১
বের হও আল্লাহর পথে	২২
ধন সম্পদ হবে বিপদ	২৪
নেতাকর্মী ডায়ালোগ	২৫
থাক মত্ত খেল তামাশায়!	২৬
ধর লোকটাকে ফাঁস লাগাও	২৭
একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছর	২৮
সব আমল জানিয়ে দেয়া হবে	২৯
আপনজন ফেলে পালাবে	২৯
ধ্বংসপ্রাপ্ত চৌদ্দ জাতি	৩০
ওরা মেঘ দেখে ভীত হয়নি	৩১
ওদের জন্য আসমান জমীন কাঁদেনি	৩১
নেয়ামত পেয়েও বসে থাকবে?	৩৩
ওদেরকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও	৩৪
যে কোন সময় অন্ধ-পঙ্গু হতে পার	৩৫
বাড়ীর সদস্যদের কাছে ফিরে যাবার সময় পাবে না	৩৬
চোখের পলকে খতম হতে পারে	৩৭
আল্লাহ বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন	৩৮
কেমন বাহাদূর! মৃত্যু ঠেকাও	৩৯
পাপীরা আলাদা হও	৪১
মুখে পিঠে মার দিবে	৪১
সিজদা না করার পরিণাম	৪২
জবান ও লজ্জাস্থান থেকে সাবধান	৪২
অর্থ বৈভব যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেনি	৪৩
কিয়ামুল্লাইল - রাতে দাঁড়ানো	৪৪
সচেতনভাবে ডবল দৌড়	৪৬
শেষ কথা	৪৭

www.nagorikpathagar.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - (مسلم)

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না, এমন কি জিহাদ করার চিন্তা-ভাবনা করল না, সে মুনাফেকীর উপর মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্তি স্থান

১. কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৩৫৮১৭৭

২. জামায়াত প্রকাশনী
৫০৪, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯

৩. আধুনিক প্রকাশনী
চাষী কল্যাণ ভবন
মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

৪. প্রফেসর বুক কর্ণার
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫

৫. আহসান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৬৭০৬৮৬

৬. আল-ফুরকান প্রকাশনী
নাসিম প্লাজা, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

দৌড়াও আল্লাহর দিকে

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم -

সুরা যারিয়া ৫০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ -

So flee to Allah (from His torment to his mercy- Islamic movement) Verily I (Muhammad Sallallahu Aliaihi wa sallam) am a plain warner to you from Him (Allah).

অতএব দৌড়াও আল্লাহর দিকে, আমি তোমাদের জন্য তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগে মানুষ খুবই ব্যস্ত। কথা শুনার সময় নেই। দৃশ্য দেখার সময় নেই। তাই জীবন চলার পথে একটু স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য লোকমা স্বরূপ এই অবতারণা। অনেক সময় দ্রুত কাজ করলে অল্প সময়ে বেশী কাজ করা যায়। তাই আল্লাহর পথে দৌড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কাজ করার জন্য প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা, আর সঠিক নির্দেশনা পাবার জন্য আল্লাহর কুরআনই একমাত্র কিতাব। এই কিতাবে সোজা রাস্তা চিনিয়ে দেয়া হয়েছে। স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী কিতাব নাজিল হবার পরও আমাদের রাষ্ট্রের বিধানগুলো পরিবর্তন হল না। ব্যক্তিরও পরিবর্তন হল না, রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন হল না। আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) সৃষ্টি হলে এ পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। তাই ডাক দেয়া হল। যেমন রমজান মাসে দু'জন ফেরেশতার একজন ডাক দেয়,

يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ -

"হে ভাল অনুসন্ধানকারী! - আরো ভাল কাজ দ্রুত কর।" আর একজন ডাক দেয়, يَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ -

"হে খারাপ কাজ অনুসন্ধানকারী! থামো, খারাপ কাজ কমাও।"

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ হাত দিয়েছেন কাজ করার জন্য, পা দিয়েছেন চলার জন্য, বিবেক দিয়েছেন বুঝার জন্য।

যারা চিন্তা করতে পারে না, হাত, পা, বিবেক তাদেরকে কে দিয়েছে, তারা এমন মানুষ যাদের অন্তর মরে গেছে। কিন্তু যারা জীবিত, এখনও চিন্তা করে বুঝাতে পারে তারা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

আমরা এখানে থাকতে পারব না- এখান থেকে চলে যেতে হবে। যেখানে থাকতে পারব না সেখানের জন্য দৌড়াদৌড়ি না করে যেখানে গিয়ে থাকতে হবে চির জীবন, সেখানকার জন্যই বেশী ভালভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে।

তাই বসে থাকার সময় নেই। যত দ্রুত সম্ভব আল্লাহর পথে দৌড়াতে হবে। ঐ যে আমার মহান প্রভু আমার জন্য অপেক্ষা করছেন- বলছেন আমার বান্দাহ আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আমার বান্দাহ আমার দিকে হাঁটতে থাকলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই ... এমন মহান মনিবের জন্য দৌড়াবে না তো; কার জন্য দৌড়াবে? আল্লাহর পথে কাজ করতে হবে Seriously -খুব দ্রুত ও সতর্কতার সাথে। যারা ঢিলে-ঢালাভাবে আল্লাহর পথে চলছে তাদেরকে একটু গতিশীল করা এবং যারা সক্রিয় তাদেরকে আরো একটু সক্রিয় করার লক্ষ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা– "দৌড়াও আল্লাহর দিকে"।

পাঠক পাঠিকার মধ্য থেকে অল্প সংখ্যকও যদি আল্লাহর পথে চলার গতি বৃদ্ধি করেন তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আসলে পুরস্কারতো আল্লাহর কাছেই। তাই তারই সাহায্য ও রহমত কামনা করে ভূমিকার বক্তব্য সমাপ্ত করছি।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ إِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ .

২২ শে জুলাই, ২০০৩ ইং

মুজিবুর রহমান

প্রাক্তন এমপি

ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও

সূরা হাদীদ ২১ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ..... -

Race one another in hastening towards forgivenss from your Lord Allah and towards paradise .....

"একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে দৌড়াও। তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রশস্ত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। ইহা একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল"। এ আয়াতে আল্লাহ চারটি বিষয়ে যা বলেছেন–

এক.

রবের ক্ষমা পাওয়ার জন্য যেমন তেমনভাবে চললে হবে না, প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। আল্লাহর মাগফিরাত নেয়ার জন্য যেতে হবে। খুবই মূল্যবান দূর্লভ বস্তু পাওয়ার জন্য যেমন মানুষ একে অপরের আগে ঠেলাঠেলি করে যায়, আল্লাহর মাগফিরাত পাবার জন্য সেভাবেই যেতে হবে।

দুই.

ক্ষমার সাথে সাথে জান্নাত পাবার জন্যও প্রতিযোগীতামূলক দৌড় দিতে হবে। অন্যদের আগে যাতে আপনি পৌছে যেতে পারেন এমন প্রতিযোগীতা মূলকভাবে দৌড়াতে হবে। জান্নাতকে নিজের বাড়ী মনে করে গুরুত্বের সাথে অগ্রসর হতে হবে। রাস্তায় কোন খেলাধূলা দেখে থেমে গেলে চলবে না।

তিন.

জান্নাতের বিশালত্ব ও বিস্তৃতি এত বেশী যে তা আসমান ও যমীনের বিশালতার ন্যায়। এত বড় জায়গা যে জান্নাতের অন্যান্য মেহমান বেড়াতে আসলেও জায়গার কোন সমস্যা হবে না। (সুবহানাল্লাহি অ বেহামদিহী)

www.nagorikpathagar.org

চার.

মাগফিরাত ও জান্নাত সকল মানুষের জন্য নয়- বরং তাদের জন্য যারা প্রকৃতভাবে ঈমান আনবে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর। এটা মহান আল্লাহর একান্ত মেহেরবানী যে তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সূরা আলে ইমরান ১৩২-১৩৬ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর পথে দৌড়ানোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলে দেয়া হয়েছে–

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে নাও আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। সেই সাথে তীব্র গতিতে চল যা তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে এবং আসমান-যমীন সম প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে এবং যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

যারা সব সময়ই–

নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করে দূরবস্থা ও স্বচ্ছল অবস্থা উভয় অবস্থাতেই, যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্যদের অপরাধ মাফ করে দেয়। এমন নেককার লোককে আল্লাহ্ খুব ভালবাসেন।

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয়ে যায় কিংবা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসে তবে সংগে সংগে আল্লাহর কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তাদের পাপের

জন্য ক্ষমা চায়। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এই লোকেরা জেনে বুঝে বাড়াবাড়ি করে না। এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের রবের নিকট নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য কত সুন্দরই না প্রতিফল রয়েছে। (আলে ইমরান ঃ ১৩২-১৩৬)

দৌড়ানোর অর্থ

মানুষ সময় কাটায় সাধারণত পাঁচভাবে ঃ

১. বসে থেকে চিন্তা করে সময় অতিবাহিত করে।

২. শুয়ে শুয়ে ঘুম দিয়ে অথবা ঘুমের ভান করে।

৩. দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করে সময় কাটায়।

৪. হেঁটে হেঁটে নিজ প্রয়োজন অথবা ডাক্তারী পরামর্শে।

৫. দৌড়িয়ে অথবা ব্যায়াম অনুশীলনে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সকল অবস্থায় তাঁর আইন অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدً وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ..... -

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে" (সকল অবস্থায়).....। আলে ইমরান-১৯১

নামাজের হুকুমের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে অসমর্থ হলে বসে এবং শুয়ে নামাজ সম্পাদন করা যাবে। কিন্তু সুস্থ সবল শরীরে শুয়ে বসে নামাজ হয় না।

মানুষ দৌড়ায় ৩টি কারণে

(এক) জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যাতে কোন অবস্থায় ছুটে না যায় সেজন্য আগ্রহ ও আকর্ষণের তীব্রতায় দৌড়ায়।

(দুই) সময় না থাকার কারণে এবং তা পূরণ দেয়ার জন্য দৌড়ায়।

(তিন) নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে একশত ভাগ আনুগত্য করার জন্য দৌড়ায়।

www.nagorikpathagar.org

বাপ-দাদার পথে নয়

আল্লাহ্ তায়ালা তার পথে চলার জন্য আল কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনের সাথে বর্তমান সমাজের প্রচলিত ধারণা বা আইনের সাথে টক্কর লাগলে কুরআনের বক্তব্যকেই গ্রহণ করতে হবে। বাপ-দাদা বা সমাজপতিরা কি বলেছে বা করে গেছে তা দেখলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না।

অতীতের জাতি সমূহকে যখন আল্লাহ্র নবীগণ এসে নির্ভেজাল ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আখেরাতে অধীনস্ত লোকেরা তাদের উর্ধ্বতন লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে চাইবে। দুনিয়াতে যেভাবে তাদেরকে পরিচালনা করা হয়েছিল সেভাবে তারা চলেছিল। তাদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা বলবে

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ -

"আসলে আমরা তোমাদের গোমরা করেছি, আর আমরা নিজেরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট"। (সাফফাত-৩২)

সূরা সাফফাত এর ৬৯, ৭০ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ - فَهُمْ عَلٰى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ -

Verily they found their fathers on the wrong path. So they made haste to follow in their footsteps.

"তারা তাদের বাপ-দাদাদের পথ ভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছে, অতঃপর তাদের পদাংক অনুসরণ করে দৌড়াচ্ছে"।

বাপ দাদাদের বাতিল পথে না দৌড়িয়ে আল্লাহ্ পথে দৌড়াতে হবে।

আল্লাহ্র দিকে দৌড়াতে হবে তিনটি কারণে

(এক) আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য।

(দুই) যে কোন সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে, কাজ করার সময় না পাওয়ার আশংকায়।

www.nagorikpathagar.org

(তিন) প্রবল আকর্ষণ ও আগ্রহের জন্য।

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ বলেন– "বান্দাহ **আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে আমি তার প্রতি সেই ব্যবহারই করি।** বান্দাহ আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। বান্দাহ আমার প্রতি এক বিঘত (আধহাত) অগ্রসর হলে আমি তার প্রতি একহাত অগ্রসর হই। সে এক হাত অগ্রসর হলে আমি দুই হাত অগ্রসর হই। বান্দাহ আমার প্রতি হেঁটে আসলে আমি তার প্রতি দৌড়িয়ে আসি"। (৫০ নম্বর হাদীস বুখারী, বাংলা সংস্করণ)

বান্দাহ যদি আল্লাহর দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার জন্য দুইহাত অগ্রসর হয়। জীবনে বেশী বেশী আল্লাহর কাজ করতে হলে দাঁড়িয়ে থেকে বা হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হলে চলবে না। সর্বশক্তি নিয়ে দৌড়াতে হবে তার দিকে। এটাই ঈমানের দাবী।

বড় আযাবের আগে ছোট আযাব

সচেতনভাবে কাজ করার জন্য ছোট ছোট আযাব পাঠানো হয়ে থাকে। গাফেল লোকদেরকে সচেতন করার জন্য, নিষ্ক্রিয় বান্দাদেরকে সক্রিয় করার জন্য; পাপীদেরকে পাপ কাজ ছেড়ে ভাল কাজে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ এ ব্যবস্থা করে থাকেন।

কখনও বন্যা, কখনও দুর্ভিক্ষ, কখনও খরা-অনাবৃষ্টি, কখনও অতিবৃষ্টি দিয়ে জাতিকে হুশিয়ার করা হয়ে থাকে। আবার ব্যক্তি পর্যায়ে অসুখ-বিসুখ যেমন যক্ষা, ক্যান্সার, কলেরার মত মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি পাঠিয়েও সচেতন করার চেষ্টা চলে। ঈমানদার লোকদের এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য ঈমানের আলো যাদের কাছে পৌছেনি তারা এটা টের পাবার কথা নয়। আল্লাহ তায়ালা সাজদার ২১ নম্বর আয়াতে বলেন–

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

সেই বড় আযাব আসার আগে তাদেরকে আমরা এ দুনিয়ায় (কোন না কোন ছোট) আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকি, সম্ভবতঃ এতে তারা (তাদের বিদ্রোহী আচরণ থেকে) ফিরে আসবে।

এটা ঠিক ঐ ব্যাপার যেমন একটি জীপের চাকা পাংচার করে সেই জীপকে বড় ধরনের ট্রাকের সাথে এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বান্দাহদেরকে ভালবাসেন বলেই এভাবে সচেতন করার ব্যবস্থা করে থাকেন।

অন্যদিকে হাদীসে আছে বান্দাহ্ দুনিয়াতে যে প্রকার কষ্টই ভোগ করুক না কেন তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা গোনাহ্ মাফ করে থাকেন।

সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে

সময়ের কসম, সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে, শুধু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল আমল করেছে। সেই সাথে একে অপরের কাছে হকের দাওয়াত দিয়েছে এবং একে অপরকে এ পথে টিকে থাকার জন্য সবরের পরামর্শ দিয়েছে।

জীবন এর সংজ্ঞা কি, জীবন কাকে বলে, কতদিন জীবন আছে, কতদিন থাকবে, এরপর কোথায় যাবে, সেখানে কি অবস্থায় থাকবে ---- ?

বুদ্ধিমান লোকের জন্য এসব প্রশ্নের জবাব জানা খুবই জরুরী। জীবন-এর সংজ্ঞা আল-কোরআনে যেভাবে এসেছে তা হল-

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

হে রাসূল! ওদের বলে দিন রূহ (জীবন) হল আমার রব আল্লাহ তায়ালার হুকুম। ইসরা-৮৫

একজন মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার দেহটাকে লাশ বলা হয়। জীবন্ত মানুষ ও লাশের মধ্যে পার্থক্য হল রূহ থাকা এবং না থাকা। জীবন্ত মানুষের যা আছে একটা লাশেরও তাই আছে শুধু জীবন্ত অবস্থায় তার যে রূহ ছিল লাশ অবস্থায় এখন সে রূহ নেই।

আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এসেছি, তাঁর ইচ্ছায় আমাদের ফিরে যেতে হবে।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

www.nagorikpathagar.org

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে"। বাকারা-১৫৬

আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার আগে আমাকে জানতে হবে এবং তার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে- কেন আমাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহর এবাদত বা গোলামী করার জন্যই আমাকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। এ জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে ঃ

১. দুটি চোখ (আল্লাহর আয়াত দেখার জন্য)

২. দুটি কান (আল্লাহর আয়াত শুনার জন্য)

৩. একটি অন্তর (বুঝার জন্য)

এসব অঙ্গ-প্রত্যংগ দিয়ে এ কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় (সর্বোচ্চ আশার ভিত্তিতে ষাট থেকে সত্তর বছর) দেয়া হয়েছে।

জীবন বিধান (ওহীর কেতাব) সহ নবী ও রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে। মানুষ কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য। এ কাজ করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তা শুধু মানুষের কল্যাণের জন্য।

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا -

"একমাত্র তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ সৃষ্টি করেছেন। বাকারা-২৯

যারা জীবনের সময়গুলোকে ভাল কাজের মাধ্যমে ব্যয় করে যায় তারাই সফলকাম।

"ভাল আমলকারী লোকদের জন্য আখেরাতের জীবনে (ভালমন্দের বিচার ও ফলাফল প্রদান) সুখ শান্তির স্থান জান্নাত নির্ধারিত। আর যারা ভাল কাজে জীবনের সময় ব্যয় করেনি বরং "জীবনটা মস্তবড় খাও দাও আর ফুর্তি কর" দর্শনে বিশ্বাসী শয়তানী কাজে সময় ব্যয় করেছে তাদের জন্য আখেরাতের জীবনে শাস্তির জায়গা জাহান্নাম নির্ধারিত।

Life is nothing but the collection of time' জীবন হচ্ছে সময়ের সমষ্টি- তাই সময় চলে যাওয়া মানেই জীবন চলে যাওয়া। এ যেন একটা

www.nagorikpathagar.org

বরফ খন্ড- যা প্রতি মূহুর্তে গলে যাচ্ছে। অনন্ত জীবনে ভাল ফল আনতে হলে দুনিয়ার জীবনে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে দ্রুত ভাল কাজ করতে হবে। তাই দৌড়াও আল্লাহ্ দিকে-

সূরা যারিয়াহ ৫০, ৫১, আয়াতে বলা হয়েছে–

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ وَلاَ تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

"দৌড়াও আল্লাহর দিকে আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সতর্ককারী, আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কোন মাবুদ বানাইও না, আমি তোমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সাবধানকারী"।

আল্লাহর ডাক

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআয়ালা তার বান্দাকে ডেকে বলছেন,

وَاسَرِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ

"তোমাদের রবের ক্ষমা পাওয়ার জন্য ছুটে যাও"। (আলে ইমরান- ১৩৪)

সূরা আহকাফ-এর ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহর দিকে যে দাওয়াত দিচ্ছে তার ডাকে সাড়া দাও"।

সূরা যুমার ৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

"(হে নবী) বলে দাও, হে আমার বান্দাহগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়োনা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান"।

সূরা যুমার ৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَاَنِيْـبُـوْا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُـوْا لَهُ مِنْ قَـبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ -

"তোমরা রবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তার অনুগত হও, তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই- কেননা অতঃপর কোনদিক হতেই সাহায্য পেতে পারবে না"।

وَاتَّبِـعُـوْا اَحْـسَنَ مَـا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَـبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ -

"আর অনুসরণ কর তোমার রবের প্রেরিত কেতাবের উত্তম বিধানের, তোমাদের উপর সহসা আযাব আসার পূর্বে- এমন অবস্থা যে তোমরা টেরই পাবে না"। -সূরা যুমার-৫৫

পাঁচটি প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বান্দাহর কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব নিবেন। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব আল্লাহর কাছে না দিয়ে আখেরাতে কেউ পার পাবে না। আদম সন্তানের পা মাটিতে লেগে থাকবে জবাব না দেয়া পর্যন্ত।

প্রশ্ন পাঁচটি হল–

১. তোমার বয়স (জীবন) কিভাবে শেষ করে ফেলেছ?

২. তোমার যৌবনের সময়টা কিভাবে কাটিয়েছ?

৩. তোমার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছ?

৪. উক্ত সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছ?

৫. যতটুকু এলেম অর্জন করেছ তা দিয়ে কি আমল (কাজ) করেছ?

পাঁচটি প্রশ্ন খুবই কঠিন যার উত্তর দেয়া খুব সহজ নয়। দুনিয়াতে থাকতে প্রশ্নগুলো সামনে রেখে জীবন যাপন করলে আশা করা যায় আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন। কিন্তু প্রশ্নগুলোর প্রতি কোন খেয়াল না করে জীবন কাটালে আদালতে আখেরাতে গিয়ে ঠেকে যেতে হবে। আর আখেরাতে ঠেকে

গেলে উদ্ধার করার কেউ নেই। শক্তি, জনবল, সম্পদ কোনটাই কাজে আসবে না।

অর্থশালী লোকদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতা আসে। গরীব অসহায় নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণ সব সময় মজলুম থাকে। আর মজলুমরা ইসলামের পক্ষে থাকে, জীবনবাজী রেখে কাজ করে। এজন্য অসহায় গরীব শ্রমিকরা ধনীদের চেয়ে ৫০০ বছর আগে জান্নাতে যাবে। অতএব, প্রশ্নগুলো মনে রেখে আল্লাহর পথে পাড়ি দিতে হবে জোর কদমে।

নামাজ শেষে দৌড়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাধারণত নামাজ পড়া শেষ করে সাহাবীদের দিকে (মুক্তাদীদের দিকে) মুখ করে বসতেন ও দোয়া পড়তেন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করতেন।

একদিন নামাজ শেষ করলেন। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে ব্যস্ততার সহিত উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রায় দৌড়িয়ে বাড়ী চলে গেলেন। সাহাবীগণ সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তারা বললেন, সাধারণত তিনি কোনদিন এ রকম করেন না। আজকে কি হল যে, তিনি এভাবে দৌড় দিলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলেন এবং বসে পড়লেন। সাহাবীরা সকলে একই জায়গায় বসে ছিলেন। তারা প্রশ্ন করলেন 'এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে এভাবে দৌড় দিলেন। যা তিনি কখনও করেননি। জবাবে তিনি বলেন, একখন্ড স্বর্ণ বাড়ীতে থেকে গিয়েছিল যা বন্টন করে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন বলে আসলাম সেটা দান (বন্টন) করে দিতে। আল্লাহর পথে দৌড়ানো কাকে বলে এখানে দেখা যায়।

পানির কাছে পৌছার আগেই তায়াম্মুম

কখন ডাক এসে যায় জানা নেই। যে কোন সময় নোটিশ এসে যেতে পারে। তাই সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক কাজে বাইরে গেলেন। সাহাবীদের এটা নিয়ম ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলে তার জন্য ওজুর পানি নিয়ে অপেক্ষা করতেন। তিনি পানি দিয়ে ওজু করে নিতেন। সার্বক্ষণিক ওজু অবস্থায় থাকা ছিল তার স্বাভাবিক কাজ। যখন

প্রাকৃতিক কাজ শেষ করে বের হলেন তিনি প্রথমেই মাটি দ্বারা ওজু (তায়াম্মুম) করে নিলেন। এ দেখে যে সাহাবী তাঁর জন্য পানি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি বললেন, 'তায়াম্মুম করার দরকার নেই, আমার কাছে পানি আছে। পানি দিয়ে অজু করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, জানি না তোমার পানির কাছে পৌছার আগে যদি ডাক এসে যায় বিনা ওজুতে চলে যেতে হবে– এটা আমি চাইনা। তায়াম্মুম করে নিলাম, তোমার পানির কাছে পৌছলে আবার অযু করে নিব।

দুনিয়ার জীবন কত দিনের

সূরা মুমেনুন ১১২-১১৪ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ সম্পর্কে বলে দিয়েছেন –

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ - قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ - قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

“অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন বল, দুনিয়ায় তোমরা কত দিন ছিলে? তারা বলবে, 'একদিন' কিংবা একদিনেরও কিছু অংশ আমরা সেখানে অবস্থান করেছি। হিসাবকারীদের (চার্টার্ড একাউন্টেন্ট) নিকট জিজ্ঞেস করে দেখুন বলা হবে “অল্পকালই তোমরা ছিলে, হায় এ কথা যদি তোমরা সেই সময় (দুনিয়ায় থাকার সময়) জানতে (কত ভাল হত!)”।

সূরা হজ্জের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ -

“তোমার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে”।

সূরা সাজদার ৫ নম্বর আয়াতেও হাজার বছরে ১ দিন ধরা হয়েছে।

সূরা মাআরিজের ৪ নম্বর আয়াতে আযাবের দাবীর উত্তরে আল্লাহতায়ালার ১ দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলেছেন। আযাবের সময় লম্বা অনুভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার জীবনের পরিধি আখেরাতের জীবনের একদিনের এক বেলা মনে হবে।

এত সংক্ষিপ্ত সময় দুনিয়াতে এসে সময় অপচয় করা অথবা খারাপ কাজে সময় ব্যয় করা কতবড় ভয়াবহ ব্যাপার চিন্তা করা যায় না।

সময় তো ফিরে পাওয়া যায় না। Time and tide wait for none. "সময় ও স্রোত কারো জন্য বসে থাকে না"।

ছাত্র তার পরীক্ষার হলে গিয়ে এক মিনিট সময় খেলাধুলা বা বিশ্রাম নেয়ার জন্য ব্যয় করে না- ব্যয় করার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

বিমান, ট্রেন বা অন্য যানবাহন সময়মত ছেড়ে চলে যায় এক মিনিট পরে হাজির হলেও তাকে ছেড়ে চলে যায়। আপন জনের সাথে সাক্ষাত না হলে ব্যথাহত মনে ফিরে আসতে হয়।

এত গুরুত্বপূর্ণ সময়কে কাজে না লাগিয়ে বাসায় রঙ্গিন TV ও Computer -এর CD ও Cassette এর মাধ্যমে জীবনের রঙীন স্বপ্ন দেখে দেখে যারা সময় শেষ করে দেয় তারা কত বড় ভুলের মধ্যে, চিন্তা করা যায় কী? যে ভাবে সময় নষ্ট হয়-

ক) বেহুদা উপন্যাস নাটক পড়ে ও দেখে-

খ) তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে, পরীক্ষা আসিলে তাই চোখে পানি ঝরে।

গ) ডিস এন্টিনার মাধ্যমে নাচগান দেখে।

ঘ) অশ্লীল উলংগ (যৌন সংক্রান্ত) দৃশ্য দেখে।

ঙ) কুরআন মাজিদে এ কাজ গুলোকেই সূরা লোকমান-এর ৬ নম্বর আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ-

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা মন ভুলানো কথা (দেশ বিদেশের দোকান থেকে) খরিদ করে আনে যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে" ------ ।

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার জীবন একটা খেলা

সূরা হাদীদ-এর ২০ নম্বর আয়াতে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দরভাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে–

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الاَمْوَالِ وَالاَوْلاَدِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا .... وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ

"ভালোভাবে জেনে নাও এই দুনিয়ার জীবনটা শুধু এই যে, এটা একটা খেলা- মন ভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরবে অহংকার করা। ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দিক দিয়ে একজন অন্যজন হতে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। উহা যেন এ রকমই যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তাতে উৎপন্ন সবুজ শ্যামল গাছপালা উদ্ভিদ দেখে কৃষক সন্তুষ্টি হয়ে গেল। পরে সেই ক্ষেতের ফসল হলুদ বর্ণ ধারণ করল। পরে তা ভূষি হয়ে গেল"। --- দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না।

সূরা রূম-এর ৫৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ـ

"আল্লাহই তিনি, যিনি দুর্বলতার মধ্যদিয়ে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন, শক্তি দেওয়ার পর তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দিয়েছেন"।

দেখতে দেখতে জীবন ফুরিয়ে গেল। এই তো সেদিন প্রাইমারী স্কুলে, হাই স্কুলে, মাদ্রাসায়, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছিলাম- যেন মূহূর্তের মতই সময় চলে গেল, টের পাওয়া গেল না। বয়স চল্লিশ বছর হবার পর–

১. চোখে কম দেখি, চশমা ছাড়া দেখিনা

২. কানে কম শুনি, জোরে ছাড়া শুনিনা

৩. মাজা ব্যথা, ডায়াবেটিক, গ্যাস্ট্রিক, ব্লাড প্রেসার, লিভার, কিডনী, হার্ট আক্রান্ত।

এ অবস্থা হবার পর এখনও দুনিয়ার সংগ্রহ শেষ হল না। আখেরাতের আহবানে দুনিয়ার সংগ্রহ শেষ হলো না। আখেরাতের আহবানে সাড়া দিয়ে পথ চলার গতি বৃদ্ধি পেল না। এর চেয়ে আত্মঘাতী অবস্থা আর কি হতে পারে। কবির ভাষায় - "বাপ গেল, ভাই গেল ...... হলাম সঙ্গিহীন, তবু মনে করছি থাকবো চির দিন।"

বের হও আল্লাহর পথে

সূরা তওবার ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا مَالَكُمْ اِذَاقِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَي الاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الاخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الاخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ ـ

"তোমাদের কি হয়েছে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হতে বলা হয় তখন তোমরা দুনিয়ার জমীনকে আঁকড়িয়ে ধরে থাক, তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছ? এটা হলে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ দুনিয়ার জীবনের এ সব সরঞ্জাম আখেরাতের তুলনায় খুব সামান্যই মনে হবে"।

দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন দুটোকেই সুন্দর করার জন্য জেহাদের বিকল্প নেই। জিহাদে শরীক হলে গুনাহসমূহ মাফ হবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে ও জান্নাতে যাওয়া যাবে।

আল্লাহর পথে বের হয়ে দ্রুত কাজ না করলে চরম শাস্তি অপেক্ষা করছে। সে শাস্তি থেকে বাঁচার কোন পথ নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ -

"যে ব্যক্তি মরে গেল কিন্তু জিহাদ করল না কিংবা জিহাদের চিন্তাও তার অন্তরে জাগলনা সে মুনাফেকীর মৃত্যু বরণ করল"। (-মুসলিম, আবু হুরাইরা (রাঃ))

ঘরে বসে থাকার সময় নেই। কৃষিক্ষেত্রে, গরু-ছাগল পালনে, দোকানদারীতে ব্যবসা বাণিজ্যে সময় লাগিয়ে জিহাদের কাজ থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। যা আছে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"তোমরা বের হয়ে পড়, হাল্কা অথবা ভারী অবস্থায় আর জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে পার"। (সূরা তওবা)

সূরা যুমার ৪২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرٰى اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

"তিনিই আল্লাহ যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কবজ করেন, আর যারা এখনো মরেনি, নিদ্রার সময় রূহ কবজ করেন। পরে যার উপর মৃত্যুর পয়গাম কার্যকর করেন তার রূহকে আটক করেন এবং অন্য রূহকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

আল্লাহ ইচ্ছা করলে রাতের ঘুমকে জীবনের শেষ ঘুম বানিয়ে দিতে পারেন। তাইতো ঘুমানোর সময় বলতে হয় "আল্লাহুম্মা বেইসমেকা

www.nagorikpathagar.org

আমুতো অ আহইয়া"- অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার নামের সাথে মরলাম ও তোমার নামের সাথে জীবিত হব। তাই জিহাদের কাজে গাফেল হওয়া যাবে না। দ্রুত কাজ করতে হবে।

ধন সম্পদ হবে বিপদ

মানুষ খুবই ব্যস্ত। কিন্তু তার এই ব্যস্ততার কারণ কি? কি জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে? সম্ভবতঃ তিনটি কারণে হতে পারে-

প্রথমত ঃ সম্পদের লোভে, দ্বিতীয়ত ঃ নাম যশের লোভে এবং তৃতীয়তঃ আরাম আয়েশ কিংবা নারী ভোগের লোভে।

কিন্তু ধন সম্পদ কতদিন তার কাজে লাগবে? দুনিয়ার জীবনে কিছুদিন কাজে লাগলেও আখেরাতে এ সম্পদ কাজে লাগবে না। বরং সম্পদের হিসাব দিতে হবে শেষ পর্যন্ত আটক হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেয়া পর্যন্ত মাটি তার পাঁ কামড়ে থাকবে- সে চলতে পারবে না- পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্ন হল-

১. মাল বা সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছো? এবং ২. সেই মাল বা সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছো?

এখানে সম্পদকে আপদ বা বিপদ মনে হবে।

কঠিন পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে ধন সম্পদ সংক্রান্ত দুইটি। মাল আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত অল্প প্রস্তুতি নিলে হবে না জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

সূরা শুয়ারা ৮৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ -

"সেই দিন ধনসম্পদ না কোন কাজে আসবে, আর না সন্তান সন্তুতি"।

যে সম্পদ কোন কাজে আসবে না তার পিছে পাগলের মত না ছুটে যে আমল কাজে আসবে তার পিছেই দ্রুত ছুটতে হবে।

নেতাকর্মী ডায়ালোগ

মানুষ নিজের বুদ্ধিতে না চলে নেতার বুদ্ধি যুক্তিতে চলছে। অন্ধ আনুগত্য তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে টেরও পাচ্ছে না। নেতার হুকুমে ভালমন্দ

কোন পরোয়া না করে কাজ করে চলছে। এই নেতার জন্য দুনিয়াতে জান-মালের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জেল খাটছে। আহত হচ্ছে, জান দিচ্ছে- এ সব কিছুই তারা করছে এবং করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু নেতারা যখন ইসলামের উপর কায়েম থাকে না তখন তাদের অনুসারীদেরকেও ইসলাম থেকে দূরে রাখে। এসব ঘটনা ও দৃশ্য সূরা সাবা ৩১-৩৩ আয়াতে তুলে ধলা হয়েছে।
কর্মীরা নেতাদের বলবে ঃ لَوْ لَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ -
"তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মোমিন হতাম"
"নেতারা জবাবে বলবে- তোমাদের নিকট যে হেদায়েত এসেছিল আমরা কি তা হতে তোমাদের ফিরিয়ে রেখেছিলাম, না বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে?"
কর্মী নেতাদের বলবে, না বরং তোমাদের পক্ষ থেকে দিনরাত্রির প্রতারণা ছিল। যখন তোমরা আমাদেরকে বলেছিলে যে, আমরা আল্লাহকে অমান্য করব এবং অন্যকে তাঁর সমকক্ষ বানাব।" এক কথায় দলে যোগদান করে কর্মীরা অন্ধের মত আনুগত্য করেছিল। কাজ করেছিল আর মনে করেছিল এর পরে বুঝি তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না এবং কোন কৈফিয়ত বা জবানবন্দী করতে হবে না। মনে যা ভাল লেগেছিল তাই করেছিল। এরা তাদের প্রবৃত্তিকে (হাওয়া) ইলাহ বা হুকুমকর্তা বানিয়ে নিয়েছিল। এ কথাই বুঝা যায় এ আয়াত থেকে ঃ

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ -

"তুমি কি দেখেছ সেই লোককে যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে"?
(জাসিয়া-২৩)

দলের মধ্য থেকে মনে করেছিল অপরাধ সব মাফ। প্রভাব খাটিয়ে সব মাফ করে ফেলবে।

পুলিশে ধরলে, জেলে গেলে তার দল ও দলের নেতা তাকে সুপারিশ করে ছেড়ে নিয়ে আসবে এসব চিন্তা করেই অপরাধ জগতের নেতা বনে গিয়েছিল।

কিন্তু যখন আজরাইল (আঃ) এসে জান কবজ করে নিল তখন তার একান্ত

বন্ধুরাই শত্রু হয়ে গেল। মৃত্যুর পরে কেউ পরিচয় নিবেনা, কোন উপকারে আসবে না।

অতএব থাম, আর অপরাধ করোনা- তওবা করে ফিরে এসো। তোমার প্রভু তোমাকে মাফ করে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখনই তওবা করে ফিরে এসো আল্লাহর পথে।

থাক মত্ত খেল তামাশায়!

এখনও যদি সত্য পথে চলার আহ্বানে সাড়া না দেয়া হয় তাহলে তাদেরকে তাদের হুজ্জত বাজিতে মেতে থাকতে দাও, দেখা যাক কতদিন এ খেলায় সে মত্ত থাকতে পারে। এমন সময় হেচকা টান দেয়া হবে যখন করার কিছুই থাকবে না। সূরা মা'আরিজ ৪২-৪৩ আয়াতে এ ধরনের একটা হুমকী উল্লেখ করা হয়েছে-

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلَقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ - يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا-

"এ লোকদের তাদের অশ্লীল কথা ও খেলতামাশায় মত্ত থাকতে দাও, যতদিন না তাদের নিকট কৃত ওয়াদার দিনটা পর্যন্ত তারা পৌছে যায়। তারা নিজেদের কবর হতে বের হয়ে দৌড়াতে শুরু করবে"।

সূরা লোকমান -এর ২৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ -

"আমরা তাদেরকে কিছুকাল দুনিয়ার মজা লুটার সুযোগ দিচ্ছি। পরে তাদেরকে অসহায় করে এক কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাব।"

আল্লাহর পথে যারা দৌড়ায় না তাদেরকে অন্যভাবে বাতিলের পথে দৌড়াতে হয়- যেখানে পরিনামে ধ্বংস নেমে আসে।

অন্যত্র বলা হয়েছে তাদেরকে মাছ ধরার ছিপের রশি ঢিল দেয়ার মত ঢিল দেয়া হচ্ছে- সময় হলে খপ করে ডাংগায় তুলে আছাড় দেয়া হবে। অতএব আল্লাহর পথেই দৌড়াও।

www.nagorikpathagar.org

ধর লোকটাকে ফাঁস লাগাও

.... ধর লোকটাকে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও"

কে সেই লোক যার গলায় ফাঁস লাগবে? হ্যাঁ তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- সূরা হাক্কাহ ২৫-৩৭ আযাতে-

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ـ وَلَمْ اَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ ـ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ـ مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ـ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ ـ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ـ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ـ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ـ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ـ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ـ لَا يَاْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ـ

- আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে- 'হায়, আমার আমলনামা আমাকে যদি নাই দেয়া হত।
- আর আমার হিসেব কি তা যদি আমি নাই জানতে পারতাম
- হায় আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হত।
- আজ আমার ধন মাল আমার কোন কাজে আসলনা
- আমার সব ক্ষমতা আধিপত্য নিঃশেষ হয়েছে।
- (তখন নির্দেশ দেয়া হবে) ধর লোকটিকে, ওর গলায় ফাঁস লাগাও
- অতঃপর তাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।
- এরপর তাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বেঁধে ফেল।
- সে লোকটি না আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।
- আর না সে মিসকীনকে খাবার দানে উৎসাহ দিয়েছে।
- এ কারণে এখানে তার সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই।
- এখানে তার জন্য ক্ষত নিসৃত রস ছাড়া আর কোন খাদ্য নেই।
- নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া এটা কেউ খায় না।

উপরের কথাগুলো সামনে রেখে যা বুঝা যায় তা হল-

১. আল্লাহর পথে যারা কাজ করে যাবে তাদের আমলনামা ডান হাতে এবং যারা আল্লাহর পথে কাজ করবে না তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

২. হিসাব দিতে হবে এটা যারা মনে করে না তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. টাকা পয়সা তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

৪. ক্ষমতা, প্রভূত্ব আধিপত্য সব সেখানে অচল হয়ে যাবে।

৫. বেঈমান লোকদেরই এ অবস্থা হবে।

৬. মিসকিনকে যে নিজেও খেতে দিত না, অন্যরা মিসকিনকে খেতে দিক এটাও পছন্দ করত না।

উপরের দৃশ্য জানার পরও আল্লাহর দিকে দৌড়াবে না! দৌড়াও আল্লাহর দিকে।

একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছর

আল্লাহ তায়ালা সূরা মাআরিজের ১১-১৪ নম্বর আয়াতে বলেন,

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ - وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ - وَمَنْ فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ -

"অপরাধী লোকেরা সেদিন মহা আযাব থেকে বাঁচার জন্য বিনিময় দিতে চাইবে- (১) নিজের সন্তান (২) স্ত্রী (৩) ভাই (৪) আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবার (৫) এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের সকল লোককে।" -যেন এগুলোর বিনিময়ে সে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। জাহান্নামের উৎক্ষিপ্ত লেলিহান শিখা দেহের চামড়া-মাংস চেটে খেয়ে ফেলবে। এইসব লোক তারাই হবে যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে- সৎপথে চলার বদলে পিঠ প্রদর্শন করেছে। শাস্তির দিনগুলোর একদিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। -(মা'আরিজ-৪)

এসব ভয়াবহ শাস্তির কথা মনে করে আল্লাহর দিকে দৌড়াও।

সব আমল জানিয়ে দেয়া হবে

জাহান্নামী লোকেরা কেন জাহান্নামে প্রবেশ করল, কি অপরাধ করেছিল যার কারণে জাহান্নামে পতিত হল- সে কথা সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর ৪২ নম্বর আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে-

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ - وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ - وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنَ - حَتَّى اَتنَا الْيَقِيْنُ -

কোন জিনিষ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে–১. আমরা নামাজী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না ২. মিশকিনদের খাবার দিতাম না ৩. সত্যের বিরুদ্ধে রটনাকারীদের সাথে রটনা করতে মশগুল ছিলাম। ৪. প্রতিফল দেয়ার দিনটাকে মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত সেই নির্ঘাত ইয়াকীন আনার দিনটা এসেই গেল।

দিনটি যখন এসে যাবে তারা বিপদে পড়ে যাবে। সুপারিশের জন্য তখন লোক খুঁজবে। কিন্তু সেদিন সুপারিশকারী লোকদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। এদের পালানোর দৃশ্যের কথা একটা উদাহরণের সাহায্যে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন- যেমনি বন্য গাধা বাঘের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

আপনজন ফেলে পালাবে

নিজেদের একান্ত আপনজনের কল্যাণের জন্যই এত সময় এত অর্থ ব্যয় ও সঞ্চয় করা হয় অথচ সেই আপনজনও সেদিন ধারে কাছে আসবে না। যাদেরকে এক নজর দেখার জন্য বহুদূর থেকে ঈদের সময় যানবাহনে করে বাদুড় ঝুলা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে দুনিয়ার বাড়ীতে আসতে হয়, সেই একান্ত আপনজন সেদিন পরিচয় থেকে দূরে থাকার জন্য পালাতে থাকবে- বিষয়টি ভাবতেও গায়ে শিহরন ধরে যায়। সূরা আবাসা ৩৩-৩৭ নম্বর আয়াত যা ঘোষণা করেছে-

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ . وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ - لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ

يُغْنِيهِ -

"যখন কানফাটা প্রচন্ড শব্দ উচ্চারিত হবে সেদিন মানুষ তার নিজের ভাই, আপন মা, আপন পিতা, নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান হতে পালাবে। সেদিন প্রত্যেকের উপর এমন সময় এসে যাবে যে নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য করার মত তাদের অবস্থা থাকবে না।"

যাদের জন্য অর্থ কামাই করতে গিয়ে গুনাহ্ করেছ তারা তোমার গুনাহের শরীক হবে না। যাদের জন্য করলে চুরি, তারাই বলবে চোর ব্যাপারটা এমনি হবে।

অতএব আখেরাতে বাঁচার জন্য এখনই গুনাহর কাজ ছেড়ে দিয়ে নেকীর কাজে নেমে পড়তে হবে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত চৌদ্দ জাতি

ধ্বংসপ্রাপ্ত ১৪টি জাতির কথা কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে- যারা আল্লাহর পাঠানো নবীদের হেদায়াতে কর্ণপাত করেনি। যারা তাদের নবীকে মিথ্যা মনে করেছে, উপহাস করেছে, নির্যাতন করেছে, কারাবন্দী করেছে, আঘাত দিয়ে রক্তাক্ত করেছে। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতে ইতস্তুতঃ করেনি। এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত কওম থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর পথে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো হচ্ছে ঃ

১) আদ জাতি ২) সামুদ জাতি ৩) লুত জাতি ৪) নুহ জাতি ৫) সাবা জাতি ৬) তুব্বা জাতি ৭) বনি ইসরাইল জাতি ৮) আসহাবে কাহাফ জাতি ৯) আসহাবুস সাবত জাতি ১০) আসহাবুল কারিয়া জাতি ১১) আসহাবুল আইকা জাতি ১২) আসহাবুল উখদুদ জাতি ১৩) আসহাবুল রাস জাতি ১৪) আসহাবুল ফিল জাতি।

ওরা মেঘ দেখে ভীত হয়নি

অতীতে বহু জাতি আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়েছিল। তাদেরকে প্রচুর পরিমাণ ধন- সম্পদ দেয়া হয়েছিল। সন্তান সন্তুতিসহ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর এসব নিয়ামত ভোগ করে শুকরিয়া আদায় করেনি। আল্লাহর বিধান মেনে

www.nagorikpathagar.org

চলেনি। নবীদের সতর্কবাণীর পরোয়া করেনি। বরং বলেছে তুমি কি আযাবের কথা বলছ সেইসব আযাব নিয়ে আস। অহংকারে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ফলে-

ক) কাউকে আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে।

খ) কাউকে ভয়ানক ও প্রচন্ড শব্দ দিয়ে খতম করা হয়েছে।

গ) কাউকে মাটিতে পুতে ধ্বংস করা হয়েছে।

ঘ) কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে।

অতীতের জাতিগুলো আকাশে মেঘ উঠেছে মনে করে খুশীতে আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু সেই মেঘ বৃষ্টি না বর্ষিয়ে পাথর বর্ষণ করে জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আকাশে মেঘ ও ঝড় বৃষ্টি দেখলে আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَاقَبْلَ ذٰلِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তোমার গজব দিয়ে আমাদেরকে হত্যা করো না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করো না এবং এর আগেই আমাদেরকে মাফ করে দিও। (আমীন)

ওদের জন্য আসমান জমীন কাঁদেনি

ফেরাউন ও তার দলবল আল্লাহর কথা শুনেনি। আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতও কবুল করেনি। যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে উপেক্ষা করেছিল। নবীকে হত্যা করতে চেয়েছিল- ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى

"ছাড়ো আমাকে, আমি মুসাকে হত্যা করব।" কারণ সে আমার আদর্শ ও ক্ষমতাকে পাল্টিয়ে দিতে চায়। যখন ফেরাউন ও তার কওম কথা শুনলই না তখন আল্লাহ তায়ালাকে ডেকে মুসা (আঃ) বললেন যে, "এরা পাপী অপরাধী এদেরকে ধ্বংস কর, এদের আন্ডাবাচ্চা কাউকেও রেখ না।"

আল্লাহ হযরত মুসা (আঃ) কে রাতের মধ্যেই আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং বলে দিলেন তোমাদেরকে ধাওয়া করা হবে। সমুদ্র আল্লাহর হুকুমে রাস্তা হয়ে আল্লাহর বান্দাহদের পার করে দিল। আর

ফেরাউন ও তার দলবলকে পানিতে ডুবিয়ে মারল। পানি খেয়ে পেট ফুলে সকলে মারা গেল। এমনকি ঘরবাড়ী গাছপালা পশুপাখি সব ছেড়ে এবং ফেলে রেখে মারা গেল।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - وَزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ - وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ - كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ وَمَاكَانُوْا مُنْظَرِيْنَ -

"কত না বাগ বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেত ও সুরম্যরাজী ছিল যা তারা পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছিল। কত না বিলাস সামগ্রী যাতে তারা আনন্দে মগ্ন ছিল। এটাই হল তাদের পরিণাম, আর অন্য লোকদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম। অতঃপর তাদের ধ্বংসের জন্য না আসমান কাঁদল, না জমীন। তাদেরকে খানিকটা অবসরও দেয়া হল না।" (সুরা দুখান ২৫-২৯ আয়াত)

সূরা আহকাফের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উল্লেখ করেছেন, এ বিষয়ে - হুদ (আঃ) এর লোকেরা বলল, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا 'তুমি তোমার ভয় দেখানোর আযাবটা নিয়ে এস'। যখন আযাব এসে গেল তারা বলল-

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ط بَلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"হুদ (আঃ)-এর লোকেরা যখন সেই আযাবকে উপত্যাকার দিক থেকে আসতে দেখল তখন বলতে লাগল' এটা মেঘপুঞ্জ' -ইহা আমাদেরকে সিক্ত করবে। না, বরং এটা সেই জিনিষ যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করেছিলে- ইহা ঝড়তুফান-যার মধ্যে তোমাদের ধ্বংসের জন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে"।

আযাবকে আরামদায়ক বৃষ্টি মনে করে অপরাধী লোকেরা খুশীতে আত্মহারা হয়েছিল। নিজেদেরকে বৃষ্টির পানিতে মজা করে গোসল করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড বেগে বাতাস, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়-তুফান দিয়ে

তাদেরকে উড়িয়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে ধ্বংস করে দিলেন।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

"তোমাদের চতুস্পাশের বিশাল অঞ্চলে বহুসংখক জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। আমাদের আয়াতগুলোকে নানা উপায়ে বার বার বুঝানোর চেষ্টা করেছি- যেন তারা ফিরে আসে"। (সূরা আহকাফ, আয়াত-২৭)

নেয়ামত পেয়েও বসে থাকবে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছেন যা গণনা করেও শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا -

"তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গুণতে চাইলেও গুণতে পারবে না"। (সূরা ইবরাহীম-৩৪)

এ সব নেয়ামত বসে বসে উপভোগ করার জন্য কি আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন? - অবশ্যই নয়।

তাই বসে থাকলে অন্যায় হবে- নেয়ামত দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী করা হবে। যা হবে বড় অপরাধ। অতএব কাজে ঝাপিয়ে পড়ার সময় এখনই, মোটেই দেরী করা যাবে না।

সূরা নাজম এর ৫৫-৫৬ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى - هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الاُوْلٰى -

"অতএব হে শ্রোতা, তোমরা রবের কোন নেয়ামত সমূহে সন্দেহ করবে? ইহা এক সাবধানবাণী, পূর্বে আসা সাবধানবাণী সমূহের মধ্য হতে"।

শেষের দিকে ৬০-৬২ আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে এরপরও হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দিবে? তোমরা রবের পথে দৌড়াবে না?

وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ - وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ - فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا -

"এবং হাসি-ঠাট্টা করছ, ক্রন্দন করছ না? তোমরা তো উদাসীন। অতএব

আল্লাহকে সিজদা কর এবং তারই ইবাদত কর"।

এক্ষেত্রে চলমান সময়ে মানুষ ডিস এন্টিনার অবর্ণনীয় নোংরা গান বাজনার সয়লাবে মগ্ন হয়ে আছে। না- এটা চলবে না, ফিরে এসে এখনই আল্লাহর দিকে পথ চলা শুরু কর।

ওদেরকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও

ইসলামের পথে না চলে স্বচ্ছল লোকেরা নিজেদেরকে খুব ভাল মানুষ মনে করে। সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠী হবার কারণে জনবল ও অর্থ বলের উপর ভর করে অহংকারী জীবন যাপন করতে থাকে। তারা কারো কথা পরোয়া করে না। তাদের মেজাজ ভাল থাকে না বিধায় তারা উপহাস ঠাট্টা তামাশা চালিয়ে যায়। এদের মুকাবিলার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিলকৃত সূরা মুজ্জাম্মিলের ১১-১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে বলছেন -

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً - اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّجَحِيْمًا - وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا -

"এসব অমান্যকারী সচ্ছল অবস্থার লোকদের সাথে বুঝাপড়া করার কাজটি তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। আর এ লোকদের কিছু সময়ের জন্য তাদের অবস্থার উপর থাকতে দাও। আমাদের কাছে তাদের শায়েস্তা করার জন্য দূর্বহ বেড়ী আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন রয়েছে।"

অতএব সময় থাকতেই অগ্রসর হও।

যে কোন সময় অন্ধ-পঙ্গু হতে পার

চোখ আছে দেখছি- পা আছে চলছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ চোখ যে কোন সময় অন্ধ করে দিতে পারেন। তাহলে কেন চোখ থাকা অবস্থায় তার পথে তাড়াতাড়ি চলব না?

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّى يُبْصِرُوْنَ -

"যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে তাদের চোখ অন্ধ করে দিতে পারি- তখন

তারা কিভাবে পথ চলবে? কিভাবে দেখবে”? (ইয়াসীন-৬৬)

এ দুটি পা- শরীরের সমস্ত অঙ্গ যে কোন সময় পঙ্গু হয়ে যেতে পারে. তাহলে কেন শরীরের অঙ্গগুলোকে আল্লাহর পথে অগ্রসর করব না?

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ -

“আমরা যদি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে পঙ্গু করে দিতে পারি তখন সামনে পিছনে কোন দিকেও চলতে পারবে না”। (ইয়াসীন-৬৭)

চোখ বন্ধ হবার আগে, শরীরের অঙ্গ অচল হবার আগে কেন আল্লাহর পথে দ্রুত কাজ করবে না? অবশ্যই করতে হবে।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে

মানুষের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন–

عَلٰى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -

“এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করবেন যা মানুষ জানে না”। (সূরা ওয়াকিয়া-৬১)
সূরা দাহর ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً -

“আমরা যখনই চাইব তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলব”।

ফসল থেকে যে খাদ্য পাই, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ভূষিতে পরিণত করতে পারেন। খাবার যদি ভূষিতে পরিণত হয় অবস্থাটা কি রকম হতে পারে চিন্তা করা দরকার।

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ -

“আমরা চাইলে এই ফসলকে ভূষি বানিয়ে ফেলতে পারি। তোমরা তখন শুধু গালগল্প করেই বসে থাকবে”। (সূরা ওয়াকিয়া-৬৫)

মেঘমালার পানি আল্লাহ বান্দাহর জন্য সুমিষ্ট পানি হিসেবে দেন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন আবার পানিকে লবণাক্ত করে তা খাবার অযোগ্য করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন–

www.nagorikpathagar.org

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ -

"যদি আমরা ইচ্ছা করি পানিকে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি– তাহলে শোকর আদায় করবে না কেন"? (সূরা ওয়াকিয়া-৭০)

সাগরে এত পানি থাকার পরও কখনও কখনও মিষ্টি পানির অভাবে যাত্রীরা কঠিন বিপদে পড়ে যায়। ইদানীং পরীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাহদের পানির কষ্ট যাতে না হয় সেজন্য সাগরের মধ্যে স্থানে স্থানে সুমিষ্ট পানির কুপ সৃষ্টি করে রেখেছেন। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদেহী)।

যে আল্লাহ বান্দাহর জন্য এত ব্যবস্থা করে রাখলেন সে আল্লাহর গোলামী করার কথা কি তাদের মনে হয় না? এত নিমকহারাম, এত অকৃতজ্ঞ হওয়া কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? তাই সময় থাকতেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য তার অগণিত নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এবাদতের পথে যাত্রা শুরু করা দরকার। আর এ যাত্রা যখন শুরু করতেই হবে তখন এত আস্তে কেন- একটু দ্রুত গতিতে পথ চলতে হবে।

বাড়ীর সদস্যদের কাছে ফিরে যাবার সময় পাবে না

কখন হঠাৎ করেই জীবন বায়ু বের হয়ে যাবে যে, কোন ধরনের প্রস্তুতি নেয়ার সময় থাকবে না। যাদের সাথে ঘুরা ফিরা করছি তাদেরকে বলার সুযোগ নাও হতে পারে।

সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ বলেন,

مَايَنْظُرُوْنَ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ - فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلاَ اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ -

"তারা একটা প্রচণ্ড শব্দের (ধ্বংসের) জন্য অপেক্ষা করছে। এটা আঘাত হানবে ঐ সময় যখন তারা বৈষয়িক ব্যাপারে ঝগড়া করছে। এ অবস্থায় তারা না পাবে অসিয়ত করার সময় আর না পাবে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার সময়"। (সূরা ইয়াসীন-৪৯-৫০)

আপনজন যারা তারাও বুঝতে পারবে না কিভাবে কখন চলে গেল। সকলকে ফেলে রেখে একাকী আখেরাতের পথে পাড়ি দিল। স্ত্রী-পুত্র পিতা-মাতা একান্ত আপনজন হয়ত রাস্তা পানে চেয়েই থাকল। কিন্তু তাদের

প্রিয়জন যে চিরদিনের জন্য চলে গেছে তা হয়ত তখনও বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল তখন মনে করল আমাদের সাথে শেষ কথাটাও বলে যেতে পারল না- শেষ দেখাটাও হল না। অতএব আখেরাতের একই জায়গায় যাতে জান্নাতে দেখা হয় সেজন্য আমল সংগ্রহ করার জন্য এখনই দৌড়াতে হবে।

চোখের পলকে খতম হতে পারে

পাপ করতে পাপী লোকদের চিন্তা শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উল্টাভাবে হেঁচড়িয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে তখন হুঁশ হয়। সে সময় হুঁশ হলেও কোন লাভ নেই। সময় থাকতেই সচেতন হওয়া কত যে জরুরী বিবেক খাটালে অল্পতেই বুঝা যায়।

এক কবি ও গায়ক গান গাওয়া শুরু করে যে দম ধরেছিল, সেই দমে কিসসা খতম। আর দ্বিতীয় দম নেয়ার সুযোগ পায়নি। সব শেষ গানটি ছিল- এক মুহুর্তের নাই ভরসা আ.... (মৃত্যু) শেষ।

সূরা কামার ৪৮-৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ط ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ۔ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۔ وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۔ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۔

"যে দিন এরা উল্টাভাবে হেঁচড়িয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে এখন মজা গ্রহণ কর জাহান্নামের আগুনের। আমরা প্রত্যেকটি জিনিষকে একটা তকদীর সহকারে সৃষ্টি করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত একক ও চূড়ান্ত- চোখের পলকে তা কার্যকর হয়। তোমাদের মত বহু কেউকেটা কে আমরা ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি। কেউ কি উপদেশ গ্রহণকারী আছ?" থাকলে তাড়াতাড়ি কুরআনের পথে অগ্রসর হও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

"কিয়ামতের দিনে না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমাদের কোন কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান সন্তুতি"। (মুমতাহিনা-৩)

আল্লাহ্ বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন

আল্লাহর হুকুমে জমীন গ্রাস করে নিতে পারে যে কোন সময়। মাটির উপর বসে মাটির মালিক আল্লাহর পথে চলতে কার্পণ্য করার কোন মানে হয় না। যমীন যার, হুকুম মানতে হবে তার। কারণ হল যমীনের মালিক মেহেরবানী করে পৃথিবীকে শান্ত রেখেছেন। ফলে আমরা তার উপর বসবাস করছি, কাজকাম করতে পারছি। মাঝে মধ্যে ভূমিকম্প দিয়ে একটু সচেতন করেন বান্দাহকে। যাদের দিল আছে তারা বিশ্বাস করে এবং বুঝতে পেরে আল্লাহর পথে কাজ করে যাচ্ছে। যাদের দিল মরে গেছে চিন্তা করে না তাদেরকে আল্লাহপাক সূরা মূল্‌ক-এ বলেছেন-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ- ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ- اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرُ- وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرُ -

"সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূ-তলকে অধীন বানিয়ে দিয়েছেন- তোমরা তার বুকের উপর দিয়ে চলাচল কর এবং আল্লাহর রিযিক খাও। কবর থেকে উঠে তোমাদেরকে তারই নিকট যেতে হবে।

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যিনি আসমানে থাকেন তার ব্যাপারে। তিনি তোমাদেরকে মাটিতে মাটি চাপা দিয়ে ফেলবেন এবং সহসাই এ যমীন টলটলায়মান হয়ে কাঁপতে থাকবে।

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করতে পারেন। অতিশীঘ্র জানতে পারবে আল্লাহর সতর্কীকরণ কি রকম হয়ে থাকে। তাদের পূর্বের লোকেরা আল্লাহর কথাগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল ফলে তাদের উপর পাকড়াওটা অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর হয়েছিল।" (সূরা মূলক ঃ ১৫-১৮)

সূরা মূলক এর ১৫-১৮ নম্বর আয়াতে শিক্ষণীয় কথা যা বলা হয়েছে তা হলঃ

১. আল্লাহর দুনিয়ায় চলাফিরা কর। দুনিয়ার জমি থেকে খাবার গ্রহণ কর- অথচ তার হুকুম মেনে চলবে না- এটা কেমন কথা, এর জন্য আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে।

২. আল্লাহ যে কোন সময় তার পৃথিবীকে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে ও ফাটিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন, অতএব কেন তার পথে চলবে না।

৩. যে কোন সময় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাথার উপরে আসমান থেকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দিতে পারেন- কেন তার পথে দৌড়াবে না।

৪. অতীতে যারা আল্লাহর পথে না দৌড়িয়ে কথা অমান্য করেছে- তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

অতএব হে বৃদ্ধিমান লোকেরা 'দৌড়াও তোমরা আল্লাহর দিকে"।

কেমন বাহাদূর! মৃত্যু ঠেকাও

সাধারণতঃ মানুষ নিজেকে খুব বিরাট কিছুই ভাবে। এটা করব, সেটা করব, চিন্তা তার লেগেই থাকে।

اِنَّ الاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ـ

"মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (মা'আরিজ-১৯)

অর্থবল, জনবল দিয়ে যৌবন ও বুদ্ধি জ্ঞানের বাহাদুরীতে অনেক সময় সে ভুলে যায় যে সে খুবই অসহায়। কয়েকবার বমি ও পাতলা পায়খানা হলে চোখে সরষে ফুল দেখে সে খবর মনে থাকে না। মানুষ যখন মৃত্যু সজ্জায় শায়িত হয় তখনকার দৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে বলছেন-

فَلَوْلاَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ـ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ـ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ ـ فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ مَدِيْنِيْنَ ـ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

www.nagorikpathagar.org

"যখন মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রাণ গলায় উঠে আসে তোমরা অসহায়ের মত চেয়ে চেয়ে দেখ সে মরছে। আমরা তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তখন তোমরা যদি সত্যবাদী হও কারো অধীন না থাক তাহলে সেই লোকের প্রাণকে ফেরৎ নিয়ে আসনা কেন?" (সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৮৩-৮৭)

যদি তোমরা সত্যি বাহাদুর হয়ে থাক কারো অধীন নিজেদেরকে মনে না কর তাহলে তোমার পিতা, সন্তান, ভাই-বন্ধু যাদেরকে নিয়ে বাহাদুরী করতে তাদের জীবনকে ঠেকাও।

কিন্তু এটা কি সম্ভব? মোটেই নয়। তোমাদের চেয়ে কত শক্তিশালী জাতিকে ও ব্যক্তিকে বিদায় নিতে হয়েছে- একেবারে খালি হাতে- ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও না কেন?

যে হাত, পা, চোখ, মুখ নাক, কান দিয়ে আজকে বাহাদুরী করছ, সেগুলো তো তোমার নিজের তৈরী নয়। আজকে তোমার কথা শুনলেও মরনের পর সব তোমার পর হয়ে যাবে। তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী পর্যন্ত দিবে। অতএব সময় থাকতেই সাবধান। সময় অনেক আগেই চলে গেছে- কাজ অনেক বাকী হয়ে গেছে-তাই দৌড়াও নাজাতের পথে- আল্লাহর দিকে।

পাপীরা আলাদা হও

এই পৃথিবীতে সকলে মিলে মিশে চলা ফিরা করছ। নেককার ও পাপী উভয়ই একই সমাজে একই অফিসে আদালতে একাকার হয়ে ঘুরা ফিরা করছ। কে নেককার কে বদকার চিনা যাচ্ছে না। চোর চুরি করে জনতার সাথে মিশে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী সন্ত্রাস ও লুটপাট করে মানুষের সাথে মিশে যাচ্ছে। যেনাকার যেনা করে ভদ্র সমাজে মিলে-মিশে বসবাস করছে। ঘুষখোর ঘুষ খেয়েও ভিআইপি মজলিশে চলাফিরা করছে। অপরাধের কোন আলাদা চিহ্ন নেই যে তাতে মানুষ বুঝতে পারবে কে অপরাধী। পকেটমার মানুষের পকেট মেরে ঐ মানুষগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় যাতে তাকে কেউ তালাশ করে না পায়। কিন্তু এমন একদিন সামনে আসছে যে তারা ভাল মানুষের দলে থাকতে পারবে না। তাদেরকে ঘোষণা করা হবে- হে ডাকাত,

www.nagorikpathagar.org

চোর, যেনাকার, ঘুষখোর, সুদখোর, সন্ত্রাসী আজকে আলাদা হয়ে যাও। যেমনটি সূরা ইয়াসীনের ৫৯ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ -

"হে পাপীরা আজকের দিনে তোমরা আলাদা হয়ে যাও।

মুখে পিঠে মার দিবে

মুসলমানদের কাজই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। এ জন্য মুখে কথা বলবে, শক্তি দিয়ে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার চেষ্টা করবে। যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলবে না আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। অপর পক্ষে যারা তাদের জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর বিধান মেনে চলার চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন।

ঐ সমস্ত লোকের মুখে ও পিঠে মারা হবে যারা আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলেনি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলাকে পছন্দ করেনি। সূরা মুহাম্মদ-এর ২৭ ও ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ -

"তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেস্তারা তাদের রূহগুলো কবজ করবে এবং তাদের মুখে ও পিঠে মারতে মারতে নিয়ে যাবে। তা এ জন্যই যে তারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে ও তার সন্তোষের পথ অবলম্বনকে পছন্দ করেনি। যে কারণে আল্লাহ্ তাদের সমস্ত আমল নষ্ট করে দিয়েছেন"।

সিজদা না করার পরিণাম

পৃথিবীতে যেদিকে তাকাও সবই আল্লাহর দান। শুকরিয়া আদায় করার জন্য তারই কাছে সিজদায় নত হয়ে যেতে হবে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে দুনিয়ার কোন খাবার খেতে পারে না সে শিশুর জন্য মহান আল্লাহ মায়ের বুকে নাতিশীতোষ্ণ খাবার দুধের ব্যবস্থা করে দিলেন। এ ব্যবস্থা দেখার পর আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আপনা আপনি

সিজদা করতে মন এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছু দুর্ভাগা কপাল পোড়া ব্যক্তি আছে যাদের সিজদা করার জন্য বলা হলেও সিজদা করে না। রুকু ও সিজদা কিছুই করতে চায় না।

দুনিয়ায় যারা রুকু সিজদা করল না আখেরাতে গিয়ে তাদেরকে রুকু সিজদা করতে বললেও রুকু সিজদা করতে পারবে না। সূরা কালাম-এর ৪২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِفَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ

"যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং লোকদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে তখন তারা সিজদা করতে পারবে না"।

সূরা মুরসালাত ৪৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لاَ يَرْكَعُوْنَ -

"যখন বলা হবে রুকু কর, তখন তারা রুকু করতে পারবে না। ধ্বংস সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য"।

জবান ও লজ্জাস্থান থেকে সাবধান

জবান চালু আছে বলেই যা ইচ্ছা তাই, যত বেশী কথা বলা যাবে না। কথারও হিসেব নেয়া হবে। সূরা ক্বাফ–১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

"এমন কোন কথা উচ্চারিত হচ্ছে না যা সংরক্ষণকারী সংরক্ষণ করে রাখছে না"।

বেশী কথা বললে কিছু অতিরিক্ত কথা, অসত্য কথা হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি জবানের ও লজ্জাস্থানের জামিন হতে পারে তাহলে আমি তার জান্নাতের জামিন নিতে পারি।

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

اِذاكَذَبَ الْعَبْدُ بَاعد عَنْهُ الْمَلَكُ مَيْلاً مِنَ النَّاسِ مَاجَاءَ بِهِ -

"বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন ফেরেশতা তার মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়"। (তিরমিযি)

দ্রুত আল্লাহর পথে পাড়ি দিয়ে জবানে সত্যের আওয়াজ উঠাতে হবে এটাই হবে কাফফারা। মুখ ও হাত কাজ করা ও ঘটনা ঘটার অস্ত্র। সেই সাথে লজ্জাস্থান মানুষকে পাপ কাজে নিয়ে যেতে চায়। তাই জবান, হাত ও লজ্জাস্থান সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকতে হবে। এগুলোর সঠিক প্রয়োগ জান্নাত এবং অপপ্রয়োগ জাহান্নামে নিয়ে যায়।

অর্থ বৈভব যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেনি

আল্লাহর দুনিয়ায় অর্থ সম্পদের মালিকানা পেয়ে অহংকারী হওয়ার ঘটনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি অহংকারী না হয়ে আল্লাহর অনুগত ও পরোপকারী বিনয়ী হবার ঘটনাও পাওয়া যায়।

এ দৃষ্টান্তটি হযরত সুলায়মান আঃ এর। আল্লাহ তাকে এত বেশী সম্পদ দিয়েছেন, রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছেন যে কাফেরদের সরদাররাও ধারণা করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তিনি আখেরাতের জবাবদিহীর তীব্র চেতনা ও আল্লাহর আনুগত্য সামনে রেখে জীবন যাপন করেছেন। এ সব কিছুই আল্লাহর দান বলে উল্লেখ করেন। তার মাথা সব সময় আল্লাহর নিকট নত থাকত। অহংকার ও দাম্ভিকতার লেশমাত্র তার চরিত্রে ছিল না। অনুরূপ সাবার রানী বিলকিস এর ছিল আরবদের সম্পদের তুলনায় কয়েক লক্ষ গুণ বেশী সম্পদ। মুশরিক জাতির পরিবেশে লালিত পালিত হলেও লালসার দাসত্ব ও নফসের গোলামীর কোন রোগই তাকে আক্রান্ত করতে পারেনি। আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করার তীব্র অনুভূতি তার মনকে সব সময় কাতর করে রাখত। তাফহীমুল কুরআন (তরজমায়ে কুরআন মাজিদ- ৬৪৪-৬৪৫ পৃষ্ঠা)

হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) উভয়ই খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিবর্তে শোকর গুজার বান্দাহ হয়েছিল। কারুন ও সাবাহ জাতির

www.nagorikpathagar.org

লোকেরা উভয়ই অহংকার স্ফীত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। কারুনের সম্পদের গুদামঘরের চাবির রিং বহন করার জন্য উটের বহর দরকার হত। কোন শক্তিশালী লোকও সব চাবি বহন করতে পারত না। এত বিশাল সম্পদকে ও সম্পদের মালিককে অহংকারী হবার জন্য আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ ঘটনা থেকে সবক নিয়ে আল্লাহর পথে চলতে হবে জোর কদমে।

কিয়ামুল্লাইল - রাতে দাঁড়ানো

আল্লাহকে যারা প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং যারা সার্বক্ষণিকভাবে প্রভূর সন্তুষ্টি চায় তারা শুধু দিনের বেলায় প্রভুর দরবারে ধরণা দেয় না। রাতের গভীর অন্ধকারে প্রভুর সাথে কথা বলে। কারণ এই রাত আর কয়টি তার ভাগে জুটবে এটা জানা নেই। আল্লাহ তার বান্দাহদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা যারিয়ায় বলছেন-

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ -

"রাত্রিকালে তারা খুব কমই শয়ন করত"।

وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

"রাতের শেষ ভাগে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত"।

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

"তাদের ধন সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল"।

সূরা দাহর -এর ২৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً -

"রাতেও তাঁর সমীপে সিজদাবনত হও, রাতে দীর্ঘ সময়ে তাসবীসহ করতে থাক"।

বেশী না ঘুমিয়ে প্রভূর ডাকে সাড়া দিয়ে রাত্রে উঠে পড়াই মুমিনের কাজ। এ কাজে গাফলতি করা আর নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া একই

www.nagorikpathagar.org

কথা। বাঁচার পথই হল আল্লাহর পথে চলা। আস্তে চলা নয়। একটু দ্রুত চলতে হবে।

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًاوَّطَمَعًا

"তারা তাদের পিঠকে বিছানা থেকে আলাদা করে রাখে তাদের রবকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে"। (আস সাজদা-১৬)

বনী ইসরাইলের ৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ -

"রাতের কিছু অংশে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ুন- যা অতিরিক্ত নামাজ"।

সূরা ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا-

"তারা তাদের রবের সামনে সেজদারত ও দাঁড়িয়ে রাত কাটায়"।

সূরা মুজ্জাম্মেল এর ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"রাত্রে জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।"

কিছু আরাম করে রাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া ঈমানদারের কাজ।

সূরা তুর-এর সর্বশেষ আয়াত ৪৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ -

"রাত্রিবেলাও তার তাসবীহ করতে থাক এবং তারকাসমূহ যখন অন্তর্নিহিত হয়ে যায় সেই সময়ও"।

আগামী রাতে বেঁচে থাকতে পারব কি না এটা যখন নিশ্চয়তা নেই তখন দেরী করে লাভ কি- এখনই দ্রুত যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি 'হে আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার পথে দৌড়াবার তৌফিক দাও। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

সচেতনভাবে ডবল দৌড়

আমাদের সমস্ত কাজের মূল কেন্দ্র বিন্দু আখেরাতের সফলতা। যদি সেখানে সফল হই তো সফল, আর সেখানে বিফল হলে চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ। দুনিয়ায় খুব দৌড়ানো হল, অনেক নেকীর কাজ করা হল কিন্তু দুনিয়াতে এমন কিছু লোকের ক্ষতিকর কাজ করা হল যারা আখেরাতে গিয়ে দাবীদার হয়ে যাবে। তখন কিন্তু বাঁচা যাবে না। দুনিয়ার সকল দৌড়ের ফলাফল শূন্য হয়ে যাবে। শুধু শুন্য হবে তাই নয়, নিগেটিভ হয়ে যাবে।

হাদীসে বলা হয়েছে মুখলেস (হতভাগ্য গরীব) ব্যক্তি সেই যে, দুনিয়াতে অনেক নামাজ আদায় করল, রোযা করল, দান খয়রাত করল, সেই সাথে কাউকে গালি দিয়ে গেল, কাউকে আঘাত করল, কাউকে হত্যা করল, কারো সম্পদ জোর করে দখল করে রাখল। ফলে কিয়ামতের দিনে দাবীদারকে নেকী দিয়ে তাদের হক পূরণ করা হল। এরপরেও আরো দাবীদার এসে দাবী করল তাদের হক পূরণের জন্য যখন নেকী পাওয়া গেল না, তখন উল্টো দাবীদারদের গুণাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হল। ফলে নেকীকারী ব্যক্তি দুনিয়ায় থেকে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে নেকী সংগ্রহ করেছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। উপরন্তু অপরের গুনাহ্গুলো নিজের মাথায় নিয়ে জাহান্নামে যেতে বাধ্য হল। তাই মনে রাখতে হবে যে, শুধু দৌড়িয়ে নেকী সংগ্রহ যেমন করতে হবে তেমনি কোন অবস্থায় হক্কুলএবাদ ভুলে থাকা চলবে না। হক্কুল্লাহর কিছু ভুলক্রুটি হলে মাফ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় কিন্তু হককুল ইবাদ নষ্ট হলে বান্দাহ মাফ করার আগে তা মাফ হবে না। তাই আল্লাহর পথে যারা দৌড়াতে চান তাদেরকে খুব হুশিয়ার ও সচেতন হতে হবে।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন চালুর চেষ্টা করার সাথে সাথে অগণিত মানুষের হকের কথা চিন্তা করতে হবে। আল্লাহর আইন চালু হলে মানুষের জন্য এত চিন্তা করা লাগতো না, সরকার মানুষের হক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিত। তাই এখন উভয় হক প্রতিষ্ঠার জন্যই সচেতনভাবে ডবল দৌড় দিতে হবে। আল্লাহ তৌফিক দিন। আমীন

www.nagorikpathagar.org

শেষ কথা

কিছু লোক সামান্য মাতব্বরী ও সম্পদের মালিক হয়েই গর্ব অহংকারে ফুলে ফেপে উঠছে অথচ যুলকারনাইন বিশাল বড় শাসক, বিরাট দিগিজয়ী, অসংখ্য উপায় উপাদানের মালিক হয়েও কখনও আল্লাহকে ভুলেননি, সব সময় আল্লাহর কাছে মাথানত করেছে দুনিয়ার সর্বাধিক সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মাণ করেও মনে করত আসল ভরসা করার যোগ্য আল্লাহ তায়ালা, এই প্রাচীর নয়। হযরত সুলায়মান (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাদশা ও ক্ষমতাশালী বানিয়ে জীবজন্তুর সকল ভাষা বুঝার শক্তি দিয়েছিলেন। পিপড়ার দায়িত্ব পালনের ঘোষণা শুনে (সূরা নমল-১৯ আয়াত) অশ্রুসিক্ত জবানে শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও রহমতের জন্য লুটিয়ে পড়েছিলেন। সাবা সম্প্রদায়ের রাণী বিলকিসের সিংহাসনটি চোখের পলকে সামনে দেখতে পেয়ে বললেন এটা আমার রবের অনুগ্রহ (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) পরীক্ষায় পাশের জন্য তারা সর্বোচ্চ নাম্বার অর্জন করেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে। উপরের তিনটি ঘটনাকে সামনে রাখলে আমাদের কারো পক্ষেই ক্ষমতা ও অর্থের দাপট দেখানোর প্রশ্নই আসে না। আল্লাহর শুকর গুজার বান্দা হয়ে আল্লাহর পথেই প্রাণপণে দৌড়াতে হবে। হায়াতের কোন বিশ্বাস নেই যে কোন সময় ডাক আসতে পারে, তৈরী থাকতে হবে। তাই সর্বোচ্চ গতিতে আল্লাহর পথে চলতে হবে। পিছনে তাকানোর অবকাশ নেই। সামনের মনজিলে তাকিয়ে দৌড়াতে হবে। কেউ যদি এ পথে বাঁধা দেয়- উপেক্ষা করে দৌঁড়াতে হবে। কেউ যদি পা দুটো কেটে ফেলে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকতে হবে। কেউ যদি হাত দুটি কেটে ফেলে, তখন বুকের ভরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে হবে। কেউ যদি দেহের গতি বন্ধ করে দেয় তাহলে দুটি চোখ দিয়ে মঞ্জিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কেউ যদি দুটি চোখ উপড়িয়ে ফেলে তাহলে অন্তর চক্ষু দিয়ে সেই রবের পথে ধ্যান করতে করতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا -

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়েত করার পর বিপথগামী করো না"- আমীন। মুসলমানদের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি-

"নহে সমাপ্ত কর্ম মোদের
অবসর কোথা বিশ্রামের।
উজ্জল হয়ে ফুটে নাই আজো
সুবিমল জ্যোতি- তাওহীদের।
পারসী কাব্যে বলা যায়-
হাস্তাম মি রাওয়াম।
গার নারওয়াম নিস্তাম
বাংলা অনুবাদে বলতে হয়;
গতি আছে তো, আমি আছি
গতি নাই, তো আমিও নাই।

আল্লাহর দিকে দৌড়িয়ে গতি সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে ও আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করে শেষ করছি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সুন্দর আচরণ সবচেয়ে বেশী ভারী হবে- (তিরমিযী)

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

০১. আল কুরআন এক নজরে একশত চৌদ্দ সূরা
০২. সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন
০৩. যে সব কারণে আমল নষ্ট হয়
০৪. সবাইকে জান্নাতে যেতে হবে
০৫. সবচেয়ে উত্তম কথা ও কাজ
০৬. আস্‌সালাত, আস্‌সালাত
০৭. নির্বাচিত হাজার হাদীস
০৮. এক নজরে হজ্জ
০৯. আখেরাতের প্রস্তুতি
১০. দৌড়াও আল্লাহর দিকে
১১. ইসলামী আচরণ
১২. হাদীসে রাসূল (সা.)
১৩. রোগীদের জন্য সুসংবাদ
১৪. কম হাসো বেশী কাঁদো
১৫. আগে নামাজ পরে কাজ
১৬. যে সব আমলের মৃত্যু নেই
১৭. রমজান ও রোজা
১৮. হৃদয়ের স্পন্দন মসজিদ
১৯. বিয়ের উপহার
২০ শেষ নিবাস

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার | কাটাবন | বাংলাবাজার